চিরঞ্জীব হালদার

হে আমার অনন্ত ঈশ্বরী

ক

কে আর দেখেছে বল ঈশ্বরী রূপকথা
চুরি করে অঙ্গবস্ত্র চতুর রাখাল,
প্রকৃত প্রস্তাবে জল যৌন সন্ন্যাসিনী
গর্ভ গৃহে কেঁদে ওঠে মৌন মহাকাল।
তুমি কি দেখেছ তাকে রক্ত বেদ হাতে
অনন্ত খণ্ডিত হয় তার সংশ্রবে
তবুও হাওয়ারা আসে দুর্বা-তিল-যব
প্রতিষ্ঠা পেরিয়ে কবে স্বর্ণগর্ভা হবে।

তুমি তার কতটুকু আত্মপ্রজ্ঞান
যে লেখে তার সঙ্গে ধায় মহাশোক,
অদৃশ্যে ঈশ্বরী কি সঙ্গ দেন
তুমি তার কত অংশ জান হে পাঠক।

খ

পায়রা আর আরশোলা উঁকি দিয়ে বুঝে নেয়
মেঘ নতুন করে কাদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।
হাঁসেরা সাহায্যের আবেদন নিয়ে সেই কখন থেকে প্যাক প্যাক করেই যাচ্ছে।
একটি আস্ত বাড়ি নাচানাচি দেখে
দুর্বল হৃদয় কঞ্জুষ গৃহকর্তা কোমরের ঘুনসিতে বন্দি চাবিটাকে
মৃতের মুঠির মতো ধরে আছে।
কারো কারো ভেতরে এক একটি হরবোলা
শ্রেণি কক্ষ পেরোতে পেরোতে
দুধ আর ভাটিখানার পার্থক্য হারিয়ে ফেলে।
মেশিনের স্তন থেকে নেমে আসা ছিপিবদ্ধ তরল
হয়তো এক একটি অন্ধত্ব উপহার দেবে।

গ

একটি স্বাস্থ্যবান কবরের পাশে সারা বিকেল গুছিয়ে রাখি।
হাওয়ার সাথে নধর ঘাসেদের ফিসফিসানি তাকে মুগ্ধ রাখে।
এক মেয়ে ঘাস ফড়িং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের
মনস্ক সমবেদনা সঞ্চয় করে রাখে
তার প্রেমিকের জন্য।